জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির দ্বাদশ/১২তম সভার কার্যবিবরণী

২১-৭-৮৫ ইং তারিখ দুপুর ১২-০০ ঘটিকায় ডঃ ইকরামুল এহ্সান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১২তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত সদস্য, বিশেষ আমন্ত্রীত সদস্য ও পর্যবেক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

১) ডঃ এম এ মান্নান মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট।	সদস্য
২) জনাব এ কে এম, আনোয়ারুল কিবরিয়া পরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ।	"
৩) জনাব আবুল হাসেম মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।	"
৪) ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট।	বিশেষ আমন্ত্রীত সদস্য
৫) ডঃ আবদুল হামিদ প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।	"
৬) ডঃ এম এম রশিদ পরিচালক, আলু গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।	"
৭) জনাব কে,এম, ফরহাদ উদ্দিন উপ-পরিচালক (অর্থকারী ফসল শাখা), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ।	পর্যবেক্ষক
৮) জনাব মোঃ আবদুল গফুর খান প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা, বীজ অনুমোদন সংস্থা।	সদস্য-সচিব

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটির ১১তম সভার কার্য্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অনুমোদন।

শুরুতেই সভাকে অবহিত করা হয় যে, ১২-১১-৮৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১১তম সভার কার্য্যবিবরণী সকল সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট বিতরণ করা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত সভার কার্য্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অনুমোদন করা যাইতে পারে। কার্য্যবিবরণী অনুমোদন করার পূর্বে ১১তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিএডব্লিউ (BAW-38) গম জাতের মূল্যায়ন সম্পর্কে জানিতে চাহিলে মূল্যায়ন দলের দলনেতা সভাকে জানান, যে সমস্ত সদস্য নিয়া মূল্যায়ন দল গঠন করা হইয়াছিল তাঁহাদের সকলের নিকট হইতে মূল্যায়ন রিপোর্ট না পাওয়ায় উক্ত গম জাতের মূল্যায়ন রিপোর্ট দাখিল করিতে বিলম্ব হইতেছে। তবে তিনি আশা ব্যক্ত করিয়া বলেন যে, তাঁহাদের সকলের নিকট থেকে মূল্যায়ন রিপোর্ট পাওয়া মাত্রই কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাখিল করা হইবে।

চিনাবাদাম জাত ডি এম-১ (DM-1) এর মূল্যায়ন সম্পর্কে জানিতে চাওয়া হইলে দলনেতা সভাকে জানান, এ পর্যন্ত দলের সদস্যদের নিকট হইতে ৩টি রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। উক্ত জাতটি খরিপ মৌসুমে চাষাবাদের প্রয়োজন রহিয়াছে বিধায় সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ এ ব্যাপারে বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে পরীক্ষামূলক প্লট স্থাপন করিয়া মূল্যায়ন দলের দলনেতাকে জাতটির মূল্যায়নের জন্য অনুরোধ করিবেন। অতঃপর বিশদ আলোচনার পর ১১তম সভার কার্য্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদিত হয়।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন ধান জাত হাসি (বিআর-১৭), শাহজালাল (বিআর-১৮) ও মংগল (বিআর-১৯) এর অনুমোদন।

কমিটির সদস্য-সচিব সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ৩টি নতুন ধান জাত অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ছকপত্র পুরণ করিয়া দাখিল করা হইয়াছে। তিনি আরো জানান, এই ৩টি জাতই মূল্যায়ন দল কর্তৃক মূল্যায়ন করা হইয়াছে এবং হাওর এলাকায় চাষাবাদের জন্য অনুমোদনের সুপারিশ করিয়াছে। এ বিষয়ে উপস্থিত সকল সদস্য ও বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্যগণকে উক্ত জাতের অনুমোদনের ব্যাপারে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে নতুন জাতগুলির বৈশিষ্ট সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করার জন্য আহ্বান করেন।

উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটের উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের প্রধান ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া সভাকে জানান হাসি (বিআর-১৭) জাতটি বিআর-৮ ও বিআর-৯ হইতে লম্বা। বীজ বপনের ৫০ দিন পর চারা ২৫-৩০ সেঃ মিঃ লম্বা হয়। ষ্ট্যান্ডার্ড জাত আশা (বিআর-৮) হইতে ১০ দিন আগে পাকে। পরিপক্ক অবস্থায় উজ্জ্বল খড় বর্ণের মাঝারি দানা হইয়া থাকে।

শাহজালাল (বিআর-১৮) জাতটি আশা (বিআর-৮) হইতে লম্বা। নিশান গাতা (Flag leaf) খাট ও চেপ্টা। ইহা কান্ডের সংগে ৯০° কোন (Angle) উৎপন্ন করিয়া থাকে। জাতটি মাড়াই করিতে সহজ এবং পরিপক্ক অবস্থায় মাঠ দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর।

মংগল (বিআর-১৯) জাতটি আশা (বিআর-৮) ও সুফলা (বিআর-৯) হইতে বেশী ফলন দিয়া থাকে। দানা বিআর-৮ হইতে ভাল। নিশান পাতা (Flag leaf) খাট এবং পরাগায়নের পর কান্ডের সাথে প্রশস্ত কোণ (Angle) গঠন করে। সিলেটের হাওর এলাকায় আকস্মিক বন্যা দেখা দেয় বিধায় এই তিনটি জাত অন্যান্য উফশী ধান জাতের চেয়ে লম্বা বেশী থাকায় কেবল মাত্র হাওর এলাকার জন্য বোরো মৌসুমে চাষাবাদের উপযোগী। ইহাতে সভাপতি মত প্রকাশ করেন যে, যেহেতু তিনটি জাতই বিআর-৮ ও বিআর-৯ হইতে লম্বা ও দানার মান (Grain quality) ভাল সেহেতু উল্লেখিত তিনটি জাতেরই সিলেটের হাওর এলাকায় চাষাবাদের জন্য অনুমোদনের সুপারিশ করা যাইতে পারে। উপস্থিত সকল সদস্যই এই বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

অত্র সভায় ইতিপূর্বে যে সমস্ত জাত জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন হইয়াছে, তাহাদের কার্য্যকারীতা নিয়া আলোচনা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন যে, অনুমোদিত বিভিন্ন ফসলের কার্য্যকারিতা অনুসন্ধানের জন্য বীজ অনুমোদন সংস্থা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের খামারে পরীক্ষামূলক প্লট স্থাপন করিয়া অনুমোদিত জাতের কার্য্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করিয়া উহার প্রতিবেদন জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় পেশ করা যাইতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ ক) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ৩টি ধান জাত যথা- হাসি (বিআর-১৭), শাহজালাল (বি আর-১৮) এবং মংগল (বিআর-১৯) এর সিলেটের হাওর এলাকায় বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য অনুমোদনের সুপারিশ করা হইল।

খ) অনুমোদিত বিভিন্নি ফসলের কার্য্যকারিতা দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় তাহাদের খামারে পরীক্ষামূলক প্লট স্থাপন করিয়া পর্য্যবেক্ষণের জন্য বীজ অনুমোদন সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়ার সুপারিশ করা হইল।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ৩টি নতুন মিষ্টি আলুর জাত কমলা সুন্দরী (AIS-0122-2) তৃপ্তি (TINIRINING) এবং কৃষক সখা (BNAS-White) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ৩টি মিষ্টি আলু জাত যথা- কমলা সুন্দরী (AIS-0122-2) তৃপ্তি (TINIRINING) এবং কৃষক সখা (BNAS-White) এর অনুমোদনের ব্যাপারে উহাদের মূল্যায়ন রিপোর্টসহ উপস্থিত সকল সদস্য ও বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্যদের মধ্যে আলোচনা হয়। আলোচনার শুরুতেই কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব সংক্ষেপে জাতগুলির বৈশিষ্ট বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন যে, উল্লেখিত ৩টি জাতের মধ্যে কমলা সুন্দরীতে কেরোটিন বেশী, রং আকর্ষণীয় এবং কাঁচা খাইতে সুস্বাদু। তৃপ্তি আলু জাতের রং ও আকার উভয়ই অন্যান্য স্থানীয় জাতের তুলনায় বেশী আকর্ষণীয়। কৃষক সখা যদিও ফলনে বেশী, জাম্বু টাইপ, আকারে বড়, আলুর ওজন ১ কেজির বেশী, তবে আকার আকৃতি অসমান ও আকর্ষণীয় নয়। পরে তিনি আলু গবেষণা কেন্দ্রের প্রকল্প পরিচালককে নতুন জাতগুলির বৈশিষ্ট সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের আলু গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ডঃ এম,এম, রশিদ বলেন, কমলা সুন্দরী কেরোটিন সমৃদ্ধ। কচি পাতা/শাখা প্রশাখাতে ভিটামিন-সি রহিয়াছে। আলুর আকার, ছাল এবং আশেঁর রংগের জন্য অন্যান্য স্থানীয় জাতের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ইহা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এই জাতটি কোন মারাত্মক রোগ বালাই দ্বারা আক্রান্ত হয় না। তৃপ্তি জাতটির আলু বড়, ছাল সাদা ও শাঁস দুধের সরের মত। কচি পাতা/ শাখা প্রশাখায় কেরোটিন এবং ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ। ইহার রং এবং আকার উভয়ই আকর্ষণীয় ও উচ্চ ফলনশীল। এই জাতটিও মারাত্মক রোগ বালাই দ্বারা আক্রান্ত হয় না। কৃষক সখা আকারে বড় এবং ফলন বেশী দিলেও ইহার আকার-আকৃতি অসমান ও আকর্ষণীয় নয়। আকর্ষণীয় রং, আকার ও উচ্চ ফলনের জন্য কমলা সুন্দরী এবং তৃপ্তি জাত দুইটি কৃষকদের নিকট জনপ্রিয় হইতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন, কমলা সুন্দরী (AIS-0122-2) ও তৃপ্তি (TINIRINING) জাত দুইটি অনুমোদনের সুপারিশ করা যাইতে পারে এবং কৃষক সখার (BNAS-White) আকার ও রং আকর্ষণীয় করার জন্য বাছাই এর প্রয়োজন। এই জাতটির আরও পর্য্যবেক্ষণে রাখার জন্য বলা যাইতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ৩টি নতুন মিষ্টি আলুর জাতের মধ্যে কমলা সুন্দরী (TSS-0122-2) এবং তৃপ্তি (TINIRINING) জাত দুইটির অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হইল এবং কৃষক সখা (BNAS-White) জাতটির আকার ও রং আকর্ষণীয় করার জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রজননবিদকে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হইল।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ মূল্যায়ন দলের দলনেতার দায়িত্ব পালনে অপরাগতা এবং নতুন দলনেতা নির্বাচন।

সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি সভাকে জানান যে, ৩-১-৮৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির ৭ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জনাব এ,কে,এম আনোয়ারুল কিবরিয়া, তৎকালীন যুগ্ম-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগকে দলনেতা নির্বাচন করা হইয়াছিল। বর্তমানে তিনি ফিল্ড সার্ভিস শাখার পরিচালকের দায়িত্ব পালন করায় তাঁহার পক্ষে দলনেতার কাজ চালানো সম্ভব নয় বলিয়া জানাইয়াছেন। কাজেই তাঁহাকে মূল্যায়ন দলের দলনেতা হইতে অব্যহতি দেওয়া যাইতে পারে এবং কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগে কার্যরত যে কোন উচ্চ পদস্ত কর্মকর্তাকে ব্যক্তি হিসাবে মনোনয়ন না দিয়া পদাধিকার অনুসারে মনোনয়ন দান করার বিষয়ে কমিটি বিবেচনা করিতে পারে। এই বিষয়ে সভায় বিশদ আলোচনা হয় এবং নিম্নে উল্লেখিত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভায় আরও বলা হয় যে, ইতিপূর্বে মূল্যায়ন দল গঠনের জন্য যে সদস্য তালিকা তৈয়ারী করা হইয়াছিল এ বিষয়েও আলোচনা হয়। আলোচনায় প্রকাশ পায় যে, পূর্বে গঠিত তালিকায় সকল সদস্যদেরকে ব্যক্তি হিসাবে রাখা হইয়াছিল। ইহাতে মূল্যায়ন কাজে অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ায় এখন হইতে পদাধিকার অনুসারে নতুন সদস্য তালিকা তৈয়ার করা যাইতে পারে। এবং BRRI, BARI, BJRI, BINA, BAU, SRTI, BADC, DAE এবং SCA প্রভৃতি সংস্থাসমূহ হইতে সদস্য রাখা যাইতে পারে। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ ক) জনাব এ কে এম আনোয়ারুল কিবরিয়া, পরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগকে মূল্যায়ন দলের দলনেতা হইতে অব্যহতি দেওয়া হইল এবং এখন হইতে অতিরিক্ত পরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগকে পদাধিকার বলে নুতন দলনেতা নির্বাচন করা হইল।

খ) BRRI, BARI, BJRI, BINA, BAU, SRTI, BADC, DAE এবং SCA প্রভৃতি সংস্থাসমূহ হইতে সদস্য নিয়া একটি নতুন তালিকা তৈয়ার করা হইবে।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ নতুন জাত মূল্যায়নের ব্যাপারে মূল্যায়ন দল গঠন।

কমিটির সদস্য-সচিব উপস্থিত সকল সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, কোন নতুন জাতের মাঠ মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদের পক্ষ হইতে মূল্যায়ন দলের দল নেতার কাছে অনুরোধ আসার পরও সময়মত মাঠ মূল্যায়ন করিতে বিলম্ব করে। ইহাতে অনেক ফসলের পরীক্ষামূলক প্লট নষ্ট হইয়া যায় বা কর্তন করিতে হয়। আবার অনেক সময় প্রজননবিদ নিজে মূল্যায়ন দল গঠন করিয়া মাঠ মূল্যায়ন করিয়া থাকেন। ইহাতে মূল্যায়ন কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি মত ব্যক্ত করেন যে, মূল্যায়ন দলের দল নেতা কর্তৃক যদি কোন ফসলের মাঠ মূল্যায়ন করিতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে কারিগরি কমিটির সভাপতি এবং সদস্য-সচিবকে গোচরীভূত করিবেন। তবে মাঠ মূল্যায়নের জন্য কমপক্ষে ১ মাস পূর্বে দলনেতাকে মূল্যায়নের জন্য অনুরোধ জানাইয়া চিঠি দিবেন। ইহাতে উপস্থিত সকল সদস্য একমত হইয়া থাকেন। আলোচনান্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ কারিগরি কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত দলনেতা ব্যতীত কেহ মূল্যায়ন দল গঠন করিতে পারিবে না এবং মূল্যায়নের বিলম্ব হেতু সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য-সচিবের গোচরীভূত করিবেন।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বিবিধ।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ভূট্টার ৪টি, তুলার ২টি, মুগের ২টি এবং ছোলার ১টি মোট ৯টি জাতের অনুমোদনের জন্য কমিটির সভায় উত্থাপিত হয় এবং টমেটোর ৩টি জাতের NSB ছকপত্র পুরণ করিয়া দাখিল করা হইয়াছে বলিয়া সভায় জানানো হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন, সময়ের স্বল্পতা হেতু এই বিষয়ে এখন আলোচনা করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে আগষ্ট/৮৫ মাসের ২য় সপ্তাহে কমিটির পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সভায় উল্লেখিত জাতগুলির অনুমোদনের ব্যাপরে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। অতঃপর উপস্থিত সকল সদস্যই এই বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সভাপতি সাহেব সকলকে ধন্যবাদ জানাইয়া বেলা- ২.০০ ঘটিকায় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর ঃ
(মোঃ আবদুল গফুর খান)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও প্রধান বীজ প্রত্যায়ন কর্মকর্তা
বীজ অনুমোদন সংস্থা।

স্বাক্ষর ঃ
(ডঃ ইকরামুল হোসেন)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।